A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা- ২০১৫

(তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর আলোকে প্রণীত)

বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন (বিএসইসি)

কথামুখ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সাংবিধানে চিন্তা বিবেক ও বাক-স্বাধীনতা নাগরিকদের অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃত। এ কল্পে তথ্য অধিকার চিন্তা,বিবেক ও বাক-স্বাধীনতার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। যেহেতু জনগণ প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক তাই জনগণের ক্ষমতায়নের জন্য তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক। তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা গেলে সরকারী সকল বিভাগ, সংস্থা/ প্রতিষ্ঠানের সকল কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে, দুর্নীতি হ্রাস পাবে এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে। এলক্ষ্যে তথ্য সংগ্রহকারীকে সেবা প্রদানের নিমিত্ত বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন (বিএসইসি) তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা- ২০১৫ প্রণয়ন করেছে।

বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন ও নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের সকল কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা, ক্ষমতার অপব্যবহার ও আর্থিক অনিয়ম প্রতিরোধ বিষয়ে সচেতন। তথ্য অধিকার আইন সঠিকভাবে প্রয়োগ করা হলে দাপ্তরিক কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা অধিকতর হবে । ফলাফল স্বরূপ অত্র পতিষ্ঠানের সকল কাজে স্বচ্ছতা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে।

.....

(মাসুদ আহমেদ)
সচিব, বিএসইসি

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়	১.০ নীতিমালার সাধারণ বিষয়	০১
দ্বিতীয় অধ্যায়	২.০ পটভূমি এবং তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালার উদ্দেশ্য	
	২.১ বিএসইসি'র পটভূমি	০২
	২.২ তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা প্রণয়নের উদ্দেশ্য	০৩
	২.৩ শিরোনাম	০৩
তৃতীয় অধ্যায়	৩.০ সংজ্ঞা	
	৩.১ তথ্য	০৪
	৩.২ দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা	০৪
	৩.৩ তথ্য প্রদান ইউনিট	০৪
	৩.৪ আপিল কর্তৃপক্ষ	০৪
	৩.৫ তথ্য কমিশন	০৪
চর্তুথ অধ্যায়	৪.০ নীতিমালা	
	৪.১ তথ্যের শ্রেণী বিন্যাস	০৫
	৪.২ স্বপ্রণোদিত প্রকাশিত তথ্য	০৫
	৪.৩ চাহিবামাত্র প্রকাশ যোগ্য তথ্য	০৫
	৪.৪ চাহিবামাত্র আংশিক প্রকাশ যোগ্য তথ্য	০৫
	৪.৫ প্রকাশ বা প্রদান বধ্যতামূলক নয় এরূপ তথ্যের তালিকা	০৬
	৪.৬ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকতা নিয়োগ	০৭
	৪.৭ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকতার দায়িত্ব ও কর্মপরিধি	০৭
	৪.৮ তথ্য প্রদানের সাথে সংশ্লিষ্ট সহায়ক/বিকল্প কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও কর্ম পরিধি	০৭
	৪.৯ তথ্যের ভাষা	০৭
	৪.১০ তথ্য প্রদানের পদ্ধতি	০৭
	৪.১১ তথ্য প্রদানের সময়সীমা	০৭
	৪.১২ তথ্য প্রদানে অপারগতা	০৮
	৪.১৩ তথ্যের মূল্য এবং মূল্য পরিশোধের নিয়মাবলী	০৮
	৪.১৪ আপীল কতৃপক্ষ এবং আপীল পদ্ধতি	০৮
	৪.১৫ তথ্য প্রদানে অবহেলায় শাস্তির বিধান	০৮
পঞ্চম অধ্যায়	৫.০ পরিশিষ্ট তালিকা	০৯
	৫.১ পরিশিষ্ট - ১ স্বপ্রণোদিত প্রকাশিত তথ্য	০৯
	৫.২ পরিশিষ্ট - ২ চাহিবামাত্র প্রকাশ যোগ্য তথ্য	০৯
	৫.৩ পরিশিষ্ট - ৩ চাহিবামাত্র আংশিক প্রকাশ যোগ্য তথ্য	০৯
	৫.৪ পরিশিষ্ট - ৪ তথ্য অবমুক্তকরণ ছক	১০
৬ষ্ঠ অধ্যায়	৬.০ ফরমের তালিকা	১১
	ফরম 'ক' তথ্য প্রাপ্তির আবেদন পত্র	১২
	ফরম 'খ' তথ্য সরবরাহের অপারগতার নোটিশ	১৩
	ফরম 'গ' আপিল আবেদন	১৪
	ফরম 'ঘ' তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ফি ও তথ্যের মূল্য নির্ধারণ ফি	১৫

প্রথম অধ্যায়

১.০ নীতিমালার সাধারণ বিষয়

নীতিমাল প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠান	ঃ	বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন (বিএসইসি)
অনুমোদনের তারিখ	ঃ	12/07/2015
নীতিমালার নাম	ঃ	বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা- ২০১৫
নীতি বাস্তবায়নের তারিখ	ঃ	

দ্বিতীয় অধ্যায়

২.০ পটভূমি এবং তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালার উদ্দেশ্য

২.১ পটভূমিঃ

১৯৭২ সনের ২৭ নম্বর আদেশে গঠিত বাংলাদেশ প্রকৌশল ও জাহাজ নির্মাণ করপোরেশন এর ৪১টি প্রতিষ্ঠান এবং বাংলাদেশ স্টীল মিলস করপোরেশন এর ২১টি প্রতিষ্ঠান একীভূত করে ১লা জুলাই ১৯৭৬ সনে ৬২টি শিল্প প্রতিষ্ঠান নিয়ে বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন গঠিত হয়।

১লা জুলাই ১৯৭৬ সনে ৬২টি শিল্প প্রতিষ্ঠান নিয়ে বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন গঠিত হয়। পরবর্তীতে বিএসইসি'র উদ্যোগে ১টি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ব্লেড ফ্যাক্টরী লিঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। বিরাষ্ট্রীয়করণ, প্রাক্তন মালিক ও অন্যান্য সরকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হস্তান্তরের পর বর্তমানে করপোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন ১৩টি প্রতিষ্ঠান আছে। তন্মধ্যে ৯টি চালু আছে। চালু প্রতিষ্ঠানগুলো হলঃ-

(১) ইস্টান টিউবস্ লিঃ (ইটিএল)
(২) ইস্টান কেবলস্ লিঃ (ইসিএল) - অফ লোডেড
(৩) এটলাস বাংলাদেশ লিঃ (এবিএল) - অফ লোডেড
(৪) গাজী ওয়্যারস্ লিঃ (জিডাব্লিউএল)
(৫) চিটাগাং ড্রাই ডক লিঃ (সিডিডিএল)
(৬) জেনারেল ইলেক্ট্রিক ম্যানুফেকচারিং কোঃ লিঃ (জিইএমকো)
(৭) ন্যাশনাল টিউবস্ লিঃ (এনটিএল) - অফ লোডেড
(৮) প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ (পিআইএল)
(৯) বাংলাদেশ ব্লেড ফ্যাক্টরী লিঃ (বিবিএফএল)

নিম্নোক্ত ৪(চার)টি প্রতিষ্ঠান বন্ধ আছেঃ-

(১) ঢাকা ষ্টীল গ্রুপ অব ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ
(২) বাংলাদেশ ক্যান কোম্পানী লিঃ
(৩) বাংলাদেশ ষ্টীল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ
(৪) রহিম মেটাল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ

বিএসইসি ও এর নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ বেতন-ভাতা ও অন্যান্য রাজস্ব ও মূলধন খাতের ব্যয় নিজস্ব আয় হতে নির্বাহ করে। এক্ষেত্রে সরকার থেকে কোন অনুদান বা ভর্তুকি দেয়া হয় না। বিএসইসি প্রধান কার্যালয়ের ব্যয় তার নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত ওভারহেড, লভ্যাংশ ও বিএসইসি ভবনের ভাড়া আয় থেকে নির্বাহ করা হয়।

<u>করপোরেশন ও উহার অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবস্থাপনাঃ</u>

অত্র করপোরেশনের সার্বিক নির্দেশনা ও ব্যবস্থাপনা সরকার কর্তৃক নিয়োজিত পরিচালকমন্ডলীর উপর ন্যস্ত। চেয়ারম্যান ও চারজন সার্বক্ষণিক পরিচালক সমন্বয়ে বিএসইসি পরিচালকমন্ডলী গঠিত। চেয়ারম্যান করপোরেশনের মুখ্য নির্বাহী।

দক্ষ ও কার্যকরভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রদান করা হয়েছে। সার্বিক ব্যবস্থাপনার জন্য প্রতিটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব পরিচালনা পর্ষদ রয়েছে। বিএসইসি'র চেয়ারম্যান অথবা একজন পরিচালক কোম্পানী বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের ডাইরেক্টর-ইন-চার্জ হিসাবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

নিয়মানুযায়ী প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের পরিচালকবৃন্দ সরকার কর্তৃক মনোনীত এবং ক্ষেত্র বিশেষে শেয়ার হোল্ডারগণ দ্বারা নির্বাচিত হয়ে থাকেন।

৯টি চালু প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৩(তিন)টি প্রতিষ্ঠানঃ (১) এটলাস বাংলাদেশ লিঃ, (২) ন্যাশনাল টিউবস লিঃ ও (৩) ইস্টার্ন কেবলস লিঃ এর ৪৯% শেয়ার অফলোড করা হয়, তাই উক্ত প্রতিষ্ঠান তিনটির কোম্পানী বোর্ডে শেয়ার অনুপাতে ৪(চার) জন পরিচালক সাধারণ শেয়ার হোল্ডারগণ দ্বারা নির্বাচিত হয়ে থাকেন এবং বোর্ডের চেয়ারম্যানসহ অবশিষ্ট ৫ জন সরকার তথা করপোরেশন কর্তৃক মনোনীত। অবশিষ্ট ৬(ছয়) টি প্রতিষ্ঠানের সম্পূর্ণ শেয়ারের মালিক সরকার হওয়ায় উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচালক সরকার কর্তৃক মনোনীত হয়ে থাকেন। সরকারের পরিচালক মনোনয়নের ক্ষমতা করপোরেশনের চেয়ারম্যানের উপর অর্পণ করা হয়েছে। কোম্পানী বোর্ডগুলিকে আরো কার্যকর ও সরকারের প্রতিনিধিত্বমূলক করার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে ছয়টি কোম্পানী বোর্ডসমূহে পরিচালক মনোনয়ন দেয়া হয়েছে।

বিএসইসি'র কার্যক্রমঃ

বিএসইসি নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ইষ্টার্ণ কেবলস্ লিঃ, ইষ্টার্ণ টিউবস লিঃ, গাজী ওয়্যারস্ লিঃ ও জেনারেল ইলেক্ট্রিক ম্যানুফেকচারিং কোম্পানী লিঃ-তে বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি (যথা- বৈদ্যুতিক কেবলস, ট্রান্সফরমার, ফ্লোরেসেন্ট টিউব লাইট, সিএফএল বালব, সুপার এনামেল কপার ওয়্যার, ইত্যাদি) উৎপাদন করে দেশের বিদ্যুৎ বিতরণ খাতকে সচল রাখতে সাহায্য করছে। প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ও এটলাস বাংলাদেশ লিঃ বাস, ট্রাক, জীপ, মোটর সাইকেল, ইত্যাদি সংযোজনপূর্বক সরবরাহ করে দেশের পরিবহন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। এছাড়া, জিআই/এমএস/এপিআই পাইপ, ইত্যাদি উৎপাদনের মাধ্যমে ন্যাশনাল টিউবস্ লিঃ গ্যাস সেক্টরের বিতরণ খাতকে সহায়তা করছে। অন্যদিকে, চট্টগ্রাম ড্রাইডক লিঃ সমুদ্রগামী জাহাজ মেরামত করা ছাড়াও সড়ক ও জনপথ বিভাগের জন্য পোর্টেবল স্টীল ব্রীজ, সিটি করপোরেশনগুলোর জন্য ফুটওভার স্টীল ব্রীজ, ইত্যাদি নির্মাণ করে যোগাযোগ ব্যবস্থায় অবদান রাখছে। বাংলাদেশ ব্লেড ফ্যাক্টরী লিঃ 'সোর্ড' ব্লেড উৎপাদন করে বাজারজাত করছে। উল্লেখ্য যে, বিএসইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত প্রতিটি পণ্য উচ্চ আন্তর্জাতিক গুণগত মান সম্পন্ন (**ISO সনদ প্রাপ্ত**) এবং ক্রেতার নিকট সমাদৃত।

২.২ তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা প্রণয়নের উদ্দেশ্যঃ

সুশাসন, দক্ষতা, জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার অন্যতম উপাদান অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তথ্য অধিকার আইন - ২০০৯ প্রণয়ন করেছে। আইনে বিধৃত তথ্য অধিকারসমূহ প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়ন দ্বারা বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন এবং এর নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বচ্ছতার প্রতিফলন ও জনমনে আস্থা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে অত্র " তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা " প্রণীত হল।

২.৩ শিরোনামঃ

অত্র নীতিমালা "বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা-২০১৫" নামে অবহিত হবে।

তৃতীয় অধ্যায়

৩.০ সংজ্ঞা

৩.১ তথ্যঃ

"তথ্য" অর্থে কোন কর্তৃপক্ষের গঠন, কাঠামো ও দাপ্তরিক কর্মকান্ড সংক্রান্ত যে কোন স্মারক, বই, নকশা, মানচিত্র, চুক্তি, তথ্য-উপাত্ত, লগ বহি, আদেশ, বিজ্ঞপ্তি, দলিল, নমুনা, পত্র, প্রতিবেদন, হিসাব বিবরণী, প্রকল্প প্রস্তাব, আলোকচিত্র, অডিও, ভিডিও, অংকিতচিত্র, ফিল্ম, ইলেকট্রনিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুতকৃত যে কোন ইনস্ট্রুমেন্ট, যান্ত্রিকভাবে পাঠযোগ্য দলিলাদি এবং ভৌতিক গঠন ও বৈশিষ্ট্য নির্বিশেষে অন্য যে কোন তথ্যবহ বস্তু বা তাদের প্রতিলিপিও এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

তবে শর্ত থাকে যে, দাপ্তরিক নোট সিট বা নোট সিটের প্রতিলিপির অন্তর্ভুক্ত হবে না;

৩.২ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাঃ

তথ্য অধিকার আইনের ১০ ধারা অনুযায়ী তথ্য সরবারাহের জন্য বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন (বিএসইসি) এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।

৩.৩ তথ্য প্রদান ইউনিটঃ

তথ্য সরবরাহ করার নিমিত্ত তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে গঠিত ইউনিট। এছাড়াও বিএসইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ ।

৩.৪ আপিল কর্তৃপক্ষঃ

ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশনের প্রশাসনিক প্রধান তথা চেয়ারম্যান

৩.৫ তথ্য কমিশনঃ

তথ্য অধিকার আইনের ধারা ১১ এর অধীন প্রতিষ্ঠত কমিশন।

চর্তুথ অধ্যায়
৪.০ নীতিমালা

৪.১ তথ্যের শ্রেণী বিন্যাসঃ

তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী প্রত্যেক নাগরিকের তথ্য পাওয়ার অধিকার রয়েছে এবং বিএসইসি জনগণের চাহিদানুযায়ী এসব তথ্য দিতে বাধ্য থাকবে।

তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে বিএসইসি'র নিকট যে তথ্য রয়েছে তা তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়-

(ক)স্বপ্রণোদিত প্রকাশিত তথ্য

(খ)চাহিবামাত্র প্রকাশ যোগ্য তথ্য

(গ)কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে প্রকাশ যোগ্য তথ্য

৪.২ স্বপ্রণোদিত প্রকাশিত তথ্যঃ

এ শ্রেণীর তথ্যগুলো স্বপ্রণোদিতভাবে বিএসইসি'র ওয়েবসাইটে (www.bsec.gov.bd) প্রকাশিত থাকবে। পরিশিষ্ট-১ এ উল্লেখ করা আছে।

যদি চাহিদানুযায়ী কোন তথ্য ওয়েবসাইটে না পাওয়া যায় তাহলে তথ্য চাহিদাকারী করপোরেশনরে দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট নিদিৃষ্ট ফরম পূরণপূর্বক আবেদন করতে পারবেন।

৪.৩ চাহিবামাত্র প্রকাশ যোগ্য তথ্যঃ

এ জাতীয় তথ্য বিএসইসি কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিরেকেই দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য চাহিদাকারীকে প্রদান করতে পারবেন। পরিশিষ্ট-২ এ উল্লেখ করা আছে।

৪.৪ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে প্রকাশ যোগ্য তথ্যঃ

এ শ্রেণীর তথ্যের তালিকা বিএসইসি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হবে এবং তালিকাটি নির্দিষ্ট সময় পর পর পর্যালোচনা করে প্রয়োজনে সংযোজন ও বিয়োজন করতে পারবেন।

৪.৫ প্রকাশ বা প্রদান বধ্যতামূলক নয় এরূপ তথ্যের তালিকাঃ

বিএসইসি একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান তাই তথ্য প্রকাশে ব্যবসায়িক স্বার্থ ও সম্পর্ক ক্ষুন্ন হয় এমন তথ্যসহ তথ্য আইনের ৭ ধারায় উল্লিখিত নিম্ন লিখিত বিষয়বস্তু -

(ক) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে বাংলাদেশের নিরাপত্তা, অখন্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি হতে পারে এরূপ তথ্য;
(খ) পররাষ্ট্রনীতির কোন বিষয় যার দ্বারা বিদেশী রাষ্ট্রের অথবা আন্তর্জাতিক কোন সংস্থা বা আঞ্চলিক কোন জোট বা সংগঠনের সাথে বিদ্যমান সম্পর্ক ক্ষুণ্ন হতে পারে এরূপ তথ্য;
(গ) কোন বিদেশী সরকারের নিকট হতে প্রাপ্ত কোন গোপনীয় তথ্য;
(ঘ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন তৃতীয় পক্ষের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এরূপ বাণিজ্যিক বা ব্যবসায়িক অন্তর্নিহিত গোপনীয়তা বিষয়ক, কপিরাইট বা বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ (Intellectual Property Right) সম্পর্কিত তথ্য;
(ঙ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন বিশেষ ব্যক্তি বা সংস্থাকে লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে এরূপ নিম্নোক্ত তথ্য, যথাঃ
(১) আয়কর, শুল্ক, ভ্যাট ও আবগারী আইন, বাজেট বা করহার পরিবর্তন সংক্রান্ত কোন আগাম তথ্য;
(২) মুদ্রার বিনিময় ও সুদের হার পরিবর্তনজনিত কোন আগাম তথ্য;
(৩) ব্যাংকসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনা ও তদারকি সংক্রান্ত কোন আগাম তথ্য;
(চ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে প্রচলিত আইনের প্রয়োগ বাধাগ্রস্ত হতে পারে বা অপরাধ বৃদ্ধি পেতে পারে এরূপ তথ্য;
(ছ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে জনগণের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে বা বিচারাধীন মামলার সুষ্ঠু বিচার কার্য ব্যাহত হতে পারে এরূপ তথ্য;
(জ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা ক্ষুণ্ন হতে পারে এরূপ তথ্য;
(ঝ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন ব্যক্তির জীবন বা শারীরিক নিরাপত্তা বিপদাপন্ন হতে পারে এরূপ তথ্য;
(ঞ) আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহায়তার জন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক গোপনে প্রদত্ত কোন তথ্য;
(ট) আদালতে বিচারাধীন কোন বিষয় এবং যা প্রকাশে আদালত বা ট্রাইবুনালের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে অথবা যা প্রকাশ্য আদালত অবমাননার শামিল এরূপ তথ্য;
(ঠ) তদন্তাধীন কোন বিষয় যার প্রকাশ তদন্ত কাজে বিঘ্ন ঘটতে পারে এরূপ তথ্য;
(ড) কোন অপরাধের তদন্ত প্রক্রিয়া এবং অপরাধীর গ্রেফতার ও শাস্তিকে প্রভাবিত করতে পারে এরূপ তথ্য;
(ঢ) আইন অনুসারে কেবল একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা রয়েছে এরূপ তথ্য;
(ণ) কৌশলগত ও বাণিজ্যিক কারণে গোপন রাখা বাঞ্ছনীয় এইরূপ কারিগরী বা বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ কোন তথ্য;
(ত) কোন ক্রয় কার্যক্রম সম্পূর্ণ হবার পূর্বে বা উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ক্রয় বা এর কার্যক্রম সংক্রান্ত কোন তথ্য ;
(থ) জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিকার হানির কারণ হতে পারে এরূপ তথ্য;
(দ) কোন ব্যক্তির আইন দ্বারা সংরক্ষিত গোপনীয় তথ্য;
(ধ) পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বা পরীক্ষায় প্রদত্ত নম্বর সম্পর্কিত আগাম তথ্য;
(ন) মন্ত্রিপরিষদ বা, ক্ষেত্রমত, উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে উপস্থাপনীয় সার-সংক্ষেপসহ আনুষঙ্গিক দলিলাদি এবং উক্তরূপ বৈঠকের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত কোন ।
(প) বিএসইসি বোর্ড সভায় গৃহীত গোপনীয় সিদ্ধান্ত/নির্দেশনা/অনুশাসন;

৪.৬ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকতা নিয়োগঃ

তথ্য প্রদানের নিমিত্ত তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর ১০ ধারা অনুযায়ী বিএসইসি এক জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকতা নিয়োগ করবে।

৪.৭ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকতার দায়িত্ব ও কর্মপরিধিঃ

তথ্য আবেদনকারীর আবেদন পত্র গ্রহণ এবং নীতিমালা অনুযায়ী আবেদনকারীর তথ্য যথাসময়ে প্রদান।

৪.৮ তথ্য প্রদানের সাথে সংশ্লিষ্ট সহায়ক/বিকল্প কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও কর্ম পরিধিঃ

সহায়ক/বিকল্প কর্মকর্তাগণ তথ্য প্রাপ্তির আবেদনকারীকে তথ্য প্রদানের নিমিত্ত প্রতিবেদন প্রস্তুতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রয়োজন অনুযায়ী তথ্য প্রদানের মাধ্যমে সহযোগিতা করবেন।

৪.৯ তথ্যের ভাষাঃ

(ক)তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে ৩ নং সেকশনে যেসব তথ্যের উল্লেখ আছে তা করপোরেশনের কার্যক্ষেত্রে ব্যবহৃত বাংলা ভাষায় পাওয়া যাবে বা কার্যক্ষেত্রে ডকুমেন্ট/প্রতিবেদন যে ভাষায় প্রস্তুত, প্রকাশ হয়েছে তার উপর।

(খ)বিএসইসি তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে প্রস্তুতকৃত বা প্রকাশিত তথ্যকে অন্য ভাষায় অনুবাদ বা রূপান্তর করে দেয়ার দায়িত্ব নেবে না।

৪.১০ তথ্য প্রদানের পদ্ধতিঃ

তথ্য আবেদনকারীর তথ্য প্রাপ্তির জন্য সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট তথ্য চেয়ে লিখিতভাবে বা তথ্য অধিকার আইন বিধিমালা ফরম 'ক' ব্যবহার করে বা ইলেক্ট্রনিক মাধ্যম বা ই-মেইলের মাধ্যমে আবেদন করবেন।

আবেদনে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ উল্লেখ থাকতে হবেঃ

(ক) আবেদনকারীর নাম, পূর্ণ ঠিকানা,ফোন/মোবাইল/ফ্যাক্স নম্বর, ইমেইল ঠিকানা;

(খ) যে তথ্যের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে তার নির্ভুল এবং স্পষ্ট বর্ণনা;

(গ) অনুরোধকৃত তথ্যের অবস্থান নির্ণয়ের সুবিধার্থে অন্যান্য প্রয়োজনীয় প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলী; এবং

(ঘ) কোনপদ্ধতিতে তথ্য পেতে আগ্রহী তার বর্ণনা অর্থাৎ পরিদর্শন করা, অনুলিপি নেয়া, নোট নেয়া বা অন্য কোন অনুমোদিত পদ্ধতি।

৪.১১ তথ্য প্রদানের সময়সীমাঃ

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য প্রাপ্তির আবেদন প্রাপ্তির তারিখ হতে অনধিক ২০ (বিশ) কার্য দিবসের মধ্যে অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহ করবেন।

৪.১২ তথ্য প্রদানে অপারগতাঃ

কোন কারণে তথ্য দানে অপারগ হলে আবেদন পাওয়ার ১০(দশ) কার্য দিবসের মধ্যে অপারগতার কারণ উল্লেখ করে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তা আবেদনকারীকে অবহিত করবেন।

৪.১৩ তথ্যের মূল্য এবং মূল্য পরিশোধের নিয়মাবলীঃ

তথ্যের মূল্যঃ (ক)তথ্য অধীকার আইন -২০০৯ এর ফরম 'ঘ' অনুযায়ী তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ফি এবং তথ্যের মূল্য প্রদান করতে হবে।

(খ) যদি চাহিত তথ্যাদি ফরম 'ঘ' এ উল্লিখিত ফরমেটের অনুরূপ না হয় তাহলে তথ্যের প্রকার অনুযায়ী মূল্য নির্ধারিত হবে।

মূল্য পরিশোধের নিয়মাবলীঃ তথ্য আবেদনকারী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ/ বিএসইসি বরাবর প্রদেয় ফি নগদ, মানি অর্ডার, পোস্টাল অর্ডার, ক্রসড চেক অথবা স্ট্যাম্প এর মাধ্যমে প্রদান করবে।

৪.১৪ আপীল কতৃপক্ষ এবং আপীল পদ্ধতিঃ

আপীল কতৃপক্ষঃ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশনের প্রশাসনিক প্রধান তথা চেয়ারম্যান

আপীল পদ্ধতিঃ তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর ধারা ২৪ অনুযায়ী-

(১) কোন ব্যক্তি ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১), (২) বা (৪) এ নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে তথ্য লাভে ব্যর্থ হলে কিংবা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কোন সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ হলে উক্ত সময়সীমা অতিক্রান্ত হবার, বা ক্ষেত্রমত, সিদ্ধান্ত লাভ করার পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করতে পারবেন।

(২) আপীল কর্তৃপক্ষ যদি এ মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, আপীলকারী যুক্তিসংগত কারণে উপ-ধারা (১) এ নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে আপীল দায়ের করতে পারেন নাই, তা হলে তিনি উক্ত সময়সীমা অতিবাহিত হওয়ার পরও আপীল আবেদন গ্রহণ করতে পারবেন।

৪.১৫ তথ্য প্রদানে অবহেলায় শাস্তির বিধানঃ

যথাযথ কারণ ব্যতীত তথ্য প্রদানে অপারগতা প্রকাশ একটি অনিয়ম বলে বিবেচিত হবে। বিএসইসি'র চাকুরী প্রবিধানমালা-১৯৮৯ এর বিধি অনুযায়ী উক্ত তথ্য প্রদানকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

তবে এ আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধির অধীন সরল বিশ্বাসে তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে বা করার উদ্দেশ্য ছিল বলে বিবেচিত, কোন কার্যের জন্য কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হলে তিনি তথ্য কমিশন, প্রধান তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশনারগণ বা তথ্য কমিশনের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী, বা কর্তৃপক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা অন্য কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যধারা রুজু করা যাবে না।

পঞ্চম অধ্যায়

৫.০ পরিশিষ্ট তালিকা

- (অ)পরিশিষ্ট - ১ স্বপ্রণোদিত প্রকাশিত তথ্য;
- (আ)পরিশিষ্ট - ২ চাহিবামাত্র প্রকাশ যোগ্য তথ্য;
- (ই)পরিশিষ্ট - ৩ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে প্রকাশ যোগ্য তথ্য;
- (ঈ)পরিশিষ্ট – ৪ তথ্য সংরক্ষণ ও অবমুক্তকরণ ছক;

৫.১ পরিশিষ্ট - ১ স্বপ্রণোদিত প্রকাশিত তথ্য

- বিএসইসি'র সাংগঠনিক কাঠামো;
- বিএসইসি'র কার্যক্রম;
- কার্যবন্টন (এলোকেশন অব বিজনেস);
- বিএসইসি'র কর্মকর্তাগণের নাম,পদবী, ফোন নম্বর ও ই-মেইল ঠিকানা;
- মাসিক/বাষিক প্রতিবেদন;
- বিএসইসি'র বাজেট সংক্রান্ত তথ্য;
- নাগরিক সনদ;
- সকল প্রকাশিত প্রতিবেদন;
- দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম,পদবী,ঠিকানা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ফাক্স নম্বর ও ই-মেইল ঠিকানা;
- আপীল কর্তৃপক্ষের নাম , পদবী ও ঠিকানা;
- প্রস্তাবিত প্রকল্পের তালিকা, প্রস্তাবিত ব্যয়;
- উন্নয়ন প্রকল্পের তালিকা এবং কর্মকান্ড;
- নিয়োগ ও ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত সকল বিজ্ঞপ্তি;
- করপোরেশনের পরিচালনা পর্ষদ ও কোম্পানী বোর্ডের পরিচালকগণের তালিকা;

৫.২ পরিশিষ্ট - ২ চাহিবামাত্র প্রকাশ যোগ্য তথ্য

- বৈদেশিক/ অভ্যন্তরীন প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য;
- বিদেশ ভ্রমণ সংক্রান্ত তথ্য;
- বিএসইসি'র বার্ষিক অডিট আপত্তি ও নিস্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য;

৫.৩ পরিশিষ্ট - ৩ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে প্রকাশ যোগ্য তথ্য

- অনুসন্ধানের জন্য গৃহীত অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নাম ও পরিচয়;
- অভিযোগের বিষয় বস্তু;
- তদন্ত প্রতিবেদন;
- বিএসইসি'র উল্লেখযোগ্য ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য;
- ব্যবসায়িক বিষয়াবলী;

৫.৪ পরিশিষ্ট - ৪ অবমুক্তকরণ ছক

ক্রমিক নং	মাসের নাম	আবেদনকারীর নাম ও ঠিকানা	আবেদনের বিষয়	সিদ্ধান্ত		
				তথ্য প্রদানকৃত	স্থগিত	খারিজ

৬ষ্ঠ অধ্যায়

৬.০ ফরমের তালিকা

- ✓ (অ) ফরম 'ক' তথ্য প্রাপ্তির আবেদন পত্র;
- ✓ (আ) ফরম 'খ' তথ্য সরবরাহের অপারগতার নোটিশ;
- ✓ (ই) ফরম 'গ' আপিল আবেদন;
- ✓ (ঈ) ফরম 'ঘ' তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ফি ও তথ্যের মূল্য নির্ধারণ ফি;

ফরম 'ক'

তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্র

[তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালার বিধি ৩ দ্রষ্টব্য]

বরাবর

----------,

---------- (নাম ও পদবী)

ও

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা,

---------- (দপ্তরের নাম ও ঠিকানা)

১। আবেদনকারীর নাম ঃ .....

পিতার নাম ঃ .....

মাতার নাম ঃ .....

বর্তমান ঠিকানা ঃ .....

স্থায়ী ঠিকানা ঃ .....

ফ্যাক্স, ই-মেইল, টেলিফোন ও মোবাইল ফোন নম্বর (যদি থাকে) ঃ .....

২। কি ধরনের তথ্য* (প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করুন) ঃ .....

৩। কোন পদ্ধতিতে তথ্য পাইতে আগ্রহী (ছাপানো/ফটোকপি/লিখিত/ই-মেইল/ফ্যাক্স/সিডি অথবা অন্য কোন পদ্ধতি) ঃ .....

৪। তথ্য গ্রহণকারীর নাম ও ঠিকানা ঃ .....

৫। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সহায়তাকারীর নাম ও ঠিকানা ঃ .....

আবেদনের তারিখ ঃ .....

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

* তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর ৮ ধারা অনুযায়ী তথ্যের মূল্য পরিশোধযোগ্য।

ফরম 'খ'

[তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা,২০০৯ বিধি ৫ দ্রষ্টব্য]

তথ্য সরবরাহে অপারগতার নোটিশ

আবেদনের সূত্র নম্বরঃ ..... তারিখঃ.....

প্রতি

আবেদনকারীর নাম.....
ঠিকানা.....

বিষয়ঃ তথ্য সরবরাহে অপারগতার নোটিশ।

প্রিয় মহোদয়,

আপনার ..... তারিখের আবেদনের ভিত্তিতে প্রার্থিত তথ্য নিম্নোক্ত কারণে সরবরাহ করা সম্ভব হল না, যথাঃ-

১।.....

২।.....

৩।.....

(.....)
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম
পদবী
দাপ্তরিক সীল

ফরম 'গ'

আপীল আবেদন

[তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালার বিধি-৬ দ্রষ্টব্য]

বরাবর

.....

.....(নাম ও পদবী)

ও

আপীল কর্তৃপক্ষ,

----------(দপ্তরের নাম ও ঠিকানা)

১। আপীলকারীর নাম ও ঠিকানা (যোগাযোগের সহজ মাধ্যমসহ) ঃ ... .

২। আপীলের তারিখ ঃ ... .

৩। যে আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হয়েছে তার কপি (যদি থাকে) ঃ ... .

৪। যে আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হয়েছে তার নামসহ আদেশের বিবরণ (যদি থাকে) ঃ ... .

৫। আপীলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ ... .

৬। আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ হবার কারণ (সংক্ষিপ্ত বিবরণ) ঃ ... .

৭। প্রার্থিত প্রতিকারের যুক্তি/ ভিত্তি ঃ ... .

৮। আপীলকারীর কর্তৃক প্রত্যয়ন ঃ ... .

৯। অন্য কোন তথ্য যা আপীল কর্তৃপক্ষের সম্মুক্ষে উপস্থাপনের জন্য আপীলকারী ইচ্ছা পোষণ করেন ঃ ... .

আবেদনের তারিখ ঃ ... .

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

ফরম 'ঘ'

তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ফি এবং তথ্যের মূল্য নির্ধারণ ফি

তথ্য সরবরাহরে ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত টেবিলের কলাম (২) এ উল্লিখিত তথ্যের জন্য এর বিপরীতে কলাম(৩) এ উল্লিখিত হারে ক্ষেত্রমত তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ফি এবং তথ্যের মূল্য পরিশোধযোগ্য হবেঃ-

ক্রমিক নং	তথ্যের বিবরণ	তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ফি/ তথ্যের মূল্য
১	লিখিত কোন ডকুমেন্টের কপি সরবরাহের জন্য (ম্যাপ, নকশঅ, ছবি, কম্পিইটার প্রিন্টসহ)	এ-৪ ও এ ৩ মাপের কাগজের ক্ষেত্রে প্রতি পৃষ্ঠা ২(দুই) ঠাকা হারে এবঙ তদূর্ধ্ব মাপের কাগজের ক্ষেত্রে প্রকৃত মূল্য
২	ডিক্স, সিডি ইত্যাদিতে তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে	(১) আবেদনকারী কর্তৃক ডিক্স, সিডি ইত্যাদি সরবরাহের ক্ষেত্রে বিনামূল্যে; (২) তথ্য সরবরাহকারী কর্তৃক ডিক্স, সিডি ইত্যাদি সরবরাহের ক্ষেত্রে দ্রব্যের প্রকৃত মূল্য
৩	কোন আইন বা সরকারী বিধান বা নির্দেশনা অনুযায়ী কাউকে সরবরাহকৃত তথ্যের ক্ষেত্রে	বিনামূল্যে
৪	মূল্যের বিনিময়ে বিক্রয়যোগ্য প্রকাশনার ক্ষেত্রে	প্রকাশনায় নির্ধারিত মূল্য

কমিশনের আদেশক্রমে